করোনাকালের বাজেটে উপেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি খাত

মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সবার আগে গত জানুয়ারিতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে একটি বিশ্ব স্বাস্থ্য-সঙ্কট হিসেবে ঘোষণা করে। সর্বপ্রথম এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে চীনের উহান প্রদেশে। অল্প সময়ের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের ১৯০টি দেশে। মার্চের মধ্যে এই সংক্রমণ চীন থেকে স্থানান্তরিত হয় ইউরোপে, বিশেষত– ইতালি ও স্পেনে। এপ্রিলে এর অভিঘাত শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এভাবে ছড়িয়ে পড়া করোনার তাণ্ডব কমবেশি চলছে বিশ্বের ২১৩টি দেশে। আমাদের দেশটিও এ তাণ্ডবের শিকার থেকে বাদ যায়নি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এর তাণ্ডবের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ ৮০টিরও বেশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেমে এসেছে অভাবনীয় স্থবিরতা। 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইউনিয়ন' ৮ এপ্রিলে জানায়– করোনার প্রভাবে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২০ সালে ১৩ থেকে ৩২ শতাংশ কমে যেতে পরে। এই সংস্থা আরো বলেছে, ২০২০ সালের বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০৮-০৯ সময়ের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চেয়েও কমে যেতে পারে।

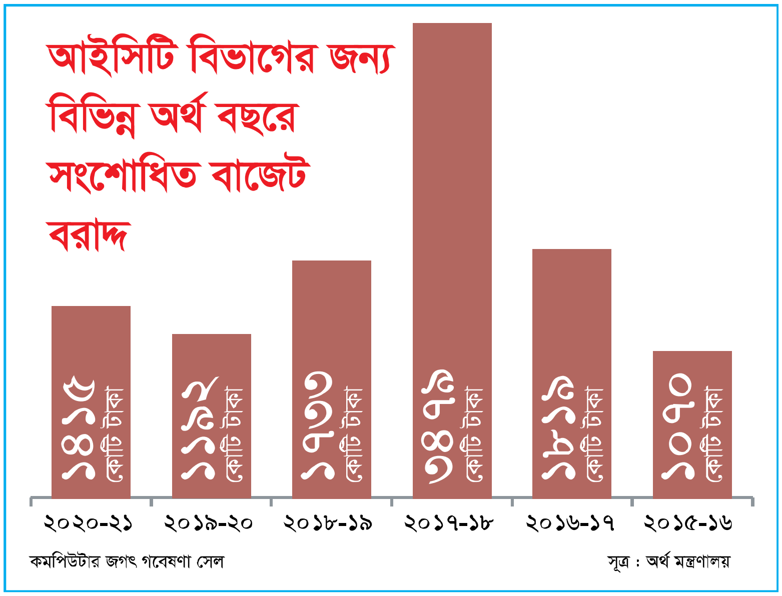

আইসিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

কমপিউটার জগৎ গবেষণা সেল

সূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়

আমাদের প্রতিটি খাতেও করোনার অভিঘাত পড়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি খাত দেশটাকে সচল রাখতে ও একই সাথে করোনার অভিঘাত মোকাবিলা করতে অধিকতর জোরালো ভূমিকা পালন করছে। বাড়িতে বসে কাজ সম্পাদন ও অনলাইন লার্নিং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখতে আইসিটির ভূমিকা কতটা যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাড়ি বসে কর্মসম্পাদন ও অনলাইন শিক্ষার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বিগত এপ্রিল-জুন সময়ে বিশ্বে ট্র্যাডিশনাল পিসি বিক্রি বেড়ে গেছে বলে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডাটা করপোরেশন তথা আইডিসি। তা ছাড়া করোনাভাইরাস মহামারী বিশ্ববাসীর জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। শুরুতে এই মহামারী দমনে শুধু সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের কথাই বলা হতো। কিন্তু ৩৯৯ জন বিজ্ঞানী বলেছেন, করোনাভাইরাস বায়ুবাহিত। অতএব এর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত সতর্কতা। তা ছাড়া এই ভাইরাসের প্রকৃতিও নাকি অব্যাহতভাবে পাল্টে চলেছে। ফলে এর উপসর্গও বদলে চলেছে। তাই এই ভাইরাস মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজন অব্যাহত উদ্ভাবন। আর গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ ছাড়া এই উদ্ভাবন অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে নয়। তা ছাড়া আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ছাড়া আমরা আমাদের আইসিটি খাতকে এগিয়ে নিতে পারব না। কারণ, নতুন তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভাবন ছাড়া আমদেরকে থেকে যেতে হবে একটি ভেণ্ডর জাতি হিসেবে। সত্যিকার অর্থে আইসিটির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হবে উদ্ভাবনার ওপর। আমাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিদেশে রফতানি করতে পারলে বিদেশি মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে এই আইসিটি খাত সমধিক গুরুত্ব পাবে। কার্যত তা হয়নি। মনে হচ্ছে এই খাতটি এই মহামারীর সময়ের কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়টি অনুধাবনে আমাদের নীতি-নির্ধারকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। তা ছাড়া আমরা হয়তো ভুলে গেছি, দেশের প্রতিটি খাতে রয়েছে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার। এমনকি আজকের দিনে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা স্বাস্থ্যখাতকে সচল রাখতে আইসিটি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ কারণেও বাজেটে আইসিটি খাতে বিশেষ বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল।

আইসিটি খাতের বাজেটে বাস্তবতা উপেক্ষিত

উদ্ভাবনের পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এর আগের কোনো প্রযুক্তির ব্যবহার এত দ্রুত গতিতে চলেনি। যে ইন্টারনেট এক সময় বিবেচিত হতো বিলাসী পণ্য হিসেবে, সেটি আজ আমাদের নিত্যব্যবহারের পণ্য। কারণ, এর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতি। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সূত্রমতে, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার হয়েছে ১৫৫৮.২৩ গিগাবিট পার সেকেন্ড (জিবিপিএস)। গত বছরের তুলনায় প্রায় এক মাসেই বেড়েছে ৫০ শতাংশ। ২০১৯ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৯৮৫.৭২০ জিবিপিএস, ২০১৮ সালে ছিল ৭৯৭.৯৭০ জিবিপিএস, ২০১৭ সালে ছিল ৪৬৪.১৭৮ জিবিপিএস এবং ২০১৬ সালে ছিল মাত্র ২৬১.২৪৯ জিবিপিএস।

চলমান করোনা মহামারীর এই সময়ে আমাদের অনেকেই পুরোপুরি নির্ভরশীল ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর; তাদের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, দূরবর্তী স্থানের কাজ, যোগাযোগ, অর্থনীতি, ব্যবসায়, শিক্ষা ও সেই সাথে স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকের কাজকর্ম ও অন্যান্য অপরিহার্য সেবা পাওয়ার জন্য। আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে এই করোনার সময়ে একটু কঠিন হলেও জীবনকে সচল রাখা সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবাদে। বিশেষ করে ইন্টারনেটের সুবাদে। করোনার এই সময়ে ইন্টারনেটে আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি, তা সহজেই বোধগম্য। তবে আমাদের অর্থমন্ত্রীর উপলব্ধি ভিন্ন কিছু। নইলে এবারের বাজেটে কিছুতেই আমরা ইন্টারনেটের খরচ কমিয়ে আনার মতো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দেখতে পেতাম। বরং বাজেটে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয় যাতে ইন্টারনেট তথা মোবাইল সেবার খরচ বেড়ে যায়।

এবারের বাজেটে মোবাইল সেবায় সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে মোবাইল সেবা ব্যাহত হতে বাধ্য। মোবাইল ইন্টারনেটের দামের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ ছাড়া বাজেটে দেশে উৎপাদিত রাউটারের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে, একই সাথে বিদেশ থেকে আমদানি করা রাউটারের ওপর অনেক বেশি শুল্ক রয়েছে। এগুলো কমানো দরকার থাকলেও তা করা হয়নি। মনে রাখা দরকার ছিল, এখন অবকাঠামো গড়ার সময়। আমরা দেশে ব্রডব্যান্ড ব্যবহার বাড়ছে বলেই আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। কিন্তু ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার বলতে গেলে এখনো বড় বড় শহরেই সীমিত। গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ব্রডব্যান্ড সেবা পৌঁছাতে আমাদের ব্যর্থতা এখনো সীমাহীন। সে ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো নির্মাণ। বাজেটে এর জন্য বিশেষ বরাদ্দ থাকাটাও ছিল প্রয়োজনীয়। বাজেটে সে পদক্ষেপ কি আছে?

করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আইসিটি কোম্পানিগুলোকে সরল সুদে বিনা জামানতে এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণ দেয়ার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন, মোবাইল সেবায় সম্পূরক শুল্ক না বাড়ানো এবং আইটি এনাবল্ড সার্ভিসেসের (আইটিইএস) সংজ্ঞার মধ্যে ইন্টারনেট সার্ভিসকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ আয়কর, মূসক, শুল্কসহ অন্যান্য বিষয়ে আইসিটি সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে যেসব বাজেট প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তা বিবেচনা করা হয়নি।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন খাতে এবারের বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৪১৫ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এককভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ১৯৩০ কোটি টাকা। পরে তা সংশোধিত বাজেটে নামিয়ে আনা হয় ১১৯২ কোটি টাকায়। প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় এবারের বাজেট বরাদ্দ ৫১০ কোটি টাকা কম হলেও সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের তুলনায় ২২৩ কোটি টাকা বেশি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিধি যেখানে আরো বেড়ে গেছে, সেখানে এই বরাদ্দ নিতান্তই অপর্যাপ্ত। পূর্ববর্তী চারটি অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে আইসিটি বিভাগের বাজেট বরাদ্দের কথা বাদই দিলাম। ওই চার অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে আইসিটি বিভাগে গড় বরাদ্দ ছিল ২০৬৫.৭৫ কোটি টাকা। সে হিসাবে এবারের আইসিটি বিভাগের বাজেট বরাদ্দ এই গড় সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় কমানো হয়েছে ৫৫০ কোটির মতো। করোনাকালের এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি বিভাগের বাজেট বরাদ্দ এভাবে কেনো কমানোর কোনো যুক্তি আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া আইসিটি খাতের সংশ্লিষ্টদের বাজেট সুপারিশগুলো সরকার কেনো আমলে নেয়নি তাও বোধগম্য নয় কজ

ফিডব্যাক : mahaqueanu@gmail.com

CJLive
Offer **LIVE** Webcasting and Conferencing

LIVE
YouTube
LIVE
Web Conferencing Solution
StreamingLive

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service

- ✓ Live Webcast
- ✓ High Quality Video DVD
- ✓ Online archive
- ✓ Multimedia Support
- ✓ Switching Panel

The program we live webcast...

- ✓ Seminar, Workshop
- ✓ Wedding ceremony
- ✓ Press conference
- ✓ AGM or
- ✓ Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com